ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মহাপরিচালক (অবঃ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিশিষ্ট উদ্ভিদ প্রজননবিদ এবং স্বনামধন্য কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ২৭ মে ১৯৯৯ হতে ৩০ ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর মহাপরিচালক ছিলেন। বারির মহাপরিচালকের দায়িত্বের পূর্বে ডঃ এমএ রাজ্জাক ১৩ জানুয়ারী ১৯৯৯ হতে ২৬ মে ১৯৯৯ পর্যন্ত পরিচালক (গবেষণা) হিসেবেও অত্র প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করেন। অত:পর, ৩০ ডিসেম্বর ২০০১ এ তিনি সরকারী চাকরি হতে অবসর গ্রহণ করেন। ডঃ রাজ্জাক ১৯৬৬ সালে তৎকালীন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ইকোনোমিক বোটানিস্ট (ফাইবারস) হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি নিয়মিত ভাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইকোনোমিক বোটানিস্ট (শস্য), উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পরিচালক ও মহাপরিচালক পদে যথাসময়ে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন।

মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে ডঃ এমএ রাজ্জাক ০৮ মার্চ ১৯৯৫ হতে ১২ জানুয়ারী ১৯৯৯ বারি'র গম গবেষণা কেন্দ্র এর পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর পূর্বে তিনি আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ইশ্বরদী, পাবনাতে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও গম গবেষণা কেন্দ্রে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা থাকাকালীন তিনি ০১ মে ১৯৮৯ হতে ৩০ অগাস্ট ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজ এ অধ্যক্ষ হিসেবেও দ্বায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি কৃষকের মাঠ উপযোগী গমের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে এগুলোর সম্প্রসারণ প্রকল্পে ০১ মে ১৯৮৯ হতে ০৭ মার্চ ১৯৯৫ ইং পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক হিসাবে বারি'র গম গবেষণা কেন্দ্রে অত্যন্ত সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। ডঃ এমএ রাজ্জাক গম শস্য গবেষণায় উচ্চ ফলনশীল, সঙ্কর , খোলা পরাগায়ণ, সি এম এস লাইন, ও বিভিন্ন ঘাত সহনশীল জাত উদ্ভাবন এ বিশেষ অবদান রেখেছেন।

ডঃ এমএ রাজ্জাক ১৯৬৪ সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটি হতে বি. এজি. এবং ১৯৬৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি অনুষদ এর ক্রপ বোটানি বিষয়ে এম. এস. সি. ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে জেনেটিকস এন্ড প্লান্ট ব্রিডিং বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৭১ সালে CIMMYT প্রতিষ্ঠানে গম শস্য গবেষণায় প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন এবং সবুজ বিপ্লব এর জনক, শান্তিতে নোবেল জয়ী ডঃ নরম্যান বোরল্যাগ এর তত্ত্বাবধানে গম শস্য গবেষণায় ডিপ্লোমা সনদ লাভ করেন। ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নাল ও ম্যাগাজিনে তাঁর ৪৩ টি গবেষণা নিবন্ধ/পপুলার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি গম গবেষণা ও চাষের বিষয়ে ০৫ টি পুস্তক রচনা করেন। এছাড়াও তিনি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তিনি গম গবেষণায় বাংলাদেশে বেশ সুপরিচিত ছিলেন।

ডঃ এমএ রাজ্জাক দেশ-বিদেশে অনেক প্রতিষ্ঠানে পরামর্শক/বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ০১ জুন ২০০২ – ৩১ জুলাই ২০০৫ ইং পর্যন্ত CIMMYT এ অ্যাফিলিয়েটেড লেইসন সায়েন্টিস্ট হিসাবে দ্বায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ০১ মার্চ ২০০৬- ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ ইং পর্যন্ত দেশের স্বনামধন্য বীজ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান লাল তীর সীড লিঃ এ মহা ব্যাবস্থাপক ও নির্বাহী পরিচালক হিসেবেও দ্বায়িত্ব পালন করেন। মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং সিম্পোজিয়ামে যোগদানের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ভারত, মেক্সিকো, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান, নেপাল, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও জর্ডান দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে স্বর্ণ পদকসহ বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড এ ভূষিত হন। তিনি ২০০০-২০০২ মেয়াদে Plant Breeding and Genetics Society of Bangladesh এর প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে জনাব ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ০৩ (তিন) কন্যা সন্তানের জনক। এ স্বনামখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী দিনাজপুরের মাদিলাহাটের খরমপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।